

মঞ্জুরি নং-৩১

১৩৪-সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ	
		২০২০-২১	২০২১-২২
পরিচালন ব্যয়	৩১৫,৬১,০০	৩৩৭,৭০,০০	৩৬১,৩৪,০০
উন্নয়ন ব্যয়	২৬০,১৭,০০	২৭৮,৩৮,০০	২৯৭,৮৭,০০
মোট	৫৭৫,৭৮,০০	৬১৬,০৮,০০	৬৫৯,২১,০০
অবর্তক	৩৬৯,২০,৮৪	৩৬৪,৩৫,৮৫	৪৪৬,৭৪,৭৫
মূলধন	২০৬,২৭,১৬	২৫১,৪২,১৫	২১২,১৬,২৫
অর্থিক সম্পদ	৩০,০০	৩০,০০	৩০,০০
ন্যূন	০	০	০
মোট	৫৭৫,৭৮,০০	৬১৬,০৮,০০	৬৫৯,২১,০০

১.০ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

১.২.১. দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা, আইন ও বিধিবিধান পূরণ ও বাস্তবায়ন;

১.২.২. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃত্য, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন;

১.২.৩. দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

১.২.৪. সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট সংরক্ষণ;

১.২.৫. মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;

১.২.৬. ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা;

১.২.৭. জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন যেমন: অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, একুশে পদক প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন ইত্যাদি;

১.২.৮. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন, সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় কর্মসূচি বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

## ২.০ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা	
১	২	৩	
১. মাতৃভাষাসহ দেশজ শিল্প সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন	<ul style="list-style-type: none"> <li>একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং একুশে পদক প্রদান</li> <li>জাতীয়ভাবে পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) উদযাপন</li> <li>সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির আওতায় বিভিন্ন দেশের সাথে প্রতিনিধি দল বিনিময় কার্যক্রম</li> <li>একুশে বইমেলাসহ অন্যান্য বইমেলা আয়োজন এবং বিদেশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ</li> <li>বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান</li> <li>জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী এবং বিভিন্ন মণীষী ও গুণীজনদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন</li> <li>নজরুল সাহিত্যের গবেষণা</li> <li>নজরুল সঙ্গীত প্রমাণীকরণ, শুদ্ধ বাণী ও সুরে স্বরলিপি প্রকাশ এবং আবৃত্তি প্রশিক্ষণ</li> <li>সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকলা, চারুকলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রদর্শন, গবেষণা-প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ</li> <li>বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকলা ও চারুকলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা</li> <li>সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্ব সংরক্ষণ এবং কপিরাইট আইনের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আয়োজন ও সচেতনতা তৈরি</li> <li>লোকজ ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এবং মেলা আয়োজন</li> <li>প্রশিক্ষণ/অনুষ্ঠান/কোর্স আয়োজন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সচিবালয়</li> <li>বাংলা একাডেমি</li> <li>জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র</li> <li>বাংলা একাডেমি</li> <li>সচিবালয়</li> <li>নজরুল ইনস্টিটিউট</li> <li>বাংলা একাডেমি</li> <li>বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি</li> <li>নজরুল ইনস্টিটিউট</li> <li>বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি</li> <li>ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট/একাডেমিসমূহ</li> <li>ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট/একাডেমিসমূহ</li> <li>কপিরাইট অফিস</li> <li>বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন</li> <li>প্রস্তুত অধিদপ্তর</li> </ul>	
	২. হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং চেতনার লালন	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা চিহ্নিতকরণ, খনন, উন্মোচন, নিদর্শন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটক আকর্ষণ</li> <li>প্রদর্শনী আয়োজন</li> <li>দর্শন (জাদুঘর)</li> <li>অস্থাবর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, সমকালীন চিত্রকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং প্রদর্শন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রস্তুত অধিদপ্তর</li> <li>প্রস্তুত অধিদপ্তর</li> <li>বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর</li> <li>বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর</li> </ul>

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সেগুলো প্রিন্ট ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর</li> </ul>
৩. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দেশী-বিদেশী সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর অনুবাদ</li> <li>বই সংগ্রহ/ক্রয় এবং পাঠকসেবা প্রদান ও বিভাগ-জেলা পর্যায়ে বই পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন</li> <li>অনলাইনসহ (ই-বুক) অন্যান্য লাইব্রেরি সেবা প্রদান</li> <li>বেসরকারি লাইব্রেরিসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও বই বিতরণ</li> <li>গবেষণামূলক বই, নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিবলিওগ্রাফী প্রণয়ন</li> <li>গ্রন্থ সংগ্রহ</li> <li>গ্রন্থ/ফোল্ডার প্রকাশ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলা একাডেমি</li> <li>গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর</li> <li>জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র</li> <li>আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর</li> <li>প্রস্তুত অধিদপ্তর</li> </ul>

### ৩.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

#### ৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের ওপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

##### ৩.১.১ মাতৃভাষাসহ দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মান, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য লাঘবের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমি এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এ সকল কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার হতে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী ও দরিদ্র জনসাধারণ বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করায় তারা উপকৃত হবে। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: জেলা-উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে লোকজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার সুযোগ লাভ করবে। তাছাড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণের কারণে দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা, মানসিক বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক কল্যাণ হবে-যা নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। বিগত তিন অর্ধবছরে ১২৮৩ জন দুস্থ নারী সংস্কৃতিসেবীকে ভাতা প্রদান করা হয়। অসচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীগণ আর্থিক সহায়তা পেলে তাদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটবে। বিগত তিন অর্ধবছরে আট জন নারীকে একুশে পদক প্রদান, ৩৯৫৩ জন নারীকে পাঠকসেবা প্রদান, ৩৬০ জন নারীকে সংগীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত স্মরণ একুশে গ্রন্থমেলায় নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টীল বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৮৬ জন নারীকে লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস, ক্ষমতা ও সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি পাবে।